

A FULLY ITALIAN GILLETTE FACTORY

Ferdinando Frega — Nando the Scribe

Gillettenarrative.com

পুরোপুরি ইতালীয় এক GILLETTE কারখানা

সবাই জানত, GILLETTE-এর উৎপাদন কারখানাগুলো ইউরোপ জুড়ে ছড়ানো — জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন — আর পরে, বহু বছর বাদে, জানা গেল পূর্ব ইউরোপের কোনো এক দেশেও কারখানা ছিল, যেগুলো রুশ বাজারের জোগান দিত। কিন্তু কেউ কখনও জানত না যে নেপলসে একটা কারখানা GILLETTE BLUE II X 10 রেজর বানাচ্ছে, EAN কোড, পণ্যের কোড, এমনকি ব্যাচ নম্বর সমেত।

সে মৌসুমি প্রচার-অফারও চালাত, 10+2 ফ্রি আর 10+4 ফ্রি ফরম্যাটে — রীতিমতো একটা শাখা-দপ্তর, শুধু এটুকু তফাত যে আনুষ্ঠানিক অফিস ছিল মিলানে, প্রথমে Via Baldissera 5-এ আর পরে Via G.B. Pirelli 18-তে, আর নেপলসের ওই কারখানার অস্তিত্বের কথা কারও ধারণাতেই ছিল না।

গোটা ব্যাপারটা ফাঁস করে দিল NIELSEN-এর তথ্য: বিক্রির অঙ্কের সঙ্গে বিক্রি হওয়া ইউনিট মিলিয়ে দেখা গেল, যে টাকা আদায় হওয়ার কথা তা নেই — অথচ GILLETTE EUROPE-এর অর্থকড়ি সামলানো হত আন্তর্জাতিকভাবে, জেনেভা থেকে, আর ইতালির নিজস্ব কোনো ক্যাশ দপ্তর ছিল না।

আয় বারবার কম পড়ছিল, আর অঙ্কটা যখন গায়ে লাগার মতো বড় হয়ে উঠল, আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিলানের সরকারি কৌঁসুলির দপ্তরের দরজা পেরিয়ে ভেতরে গেলেন, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করতে।

আসল পণ্য থেকে নকলটাকে আলাদা করা সহজ ছিল না, কিন্তু একটা খুঁটিনাটি সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল: প্যাকেট খুললে দেখা যেত রেজরের গায়ে GILLETTE-এর ছাপ — অথচ সেগুলো প্রতিযোগীদের।

ধরিয়ে দিল তৈরির হাতের ছাপ — ব্লেডের বৈশিষ্ট্যে, ব্লেড বসানোর ধরনে, আর মান নিয়ন্ত্রণে।

তদন্ত গিয়ে পৌঁছল নেপলসের এক বেসমেন্টে, যেখান থেকে নিয়ম করে, ঘণ্টায় একবার, একটা Piaggio মোটর-ভ্যান বেরোত, তাতে একটিমাত্র প্যালেট, 20টি করে 84 প্যাক — GILLETTE-এর

প্রমিত ফরম্যাট — সঙ্গে কোম্পানির ডেলিভারি চালান পর্যন্ত, আর সে চক্কর দিত নেপলসের বেশির ভাগ পাইকারের কাছে, যারা তা আসল পণ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিত।

কৌতূহল এতই প্রবল ছিল যে এলাকাটাকে সাত দিন ক্যামেরায় নজরে রাখা হল, আর সেখানে দেখা গেল, নকলের লোকেরা রীতিমতো পাকা পেশাদার: ডেলিভারি আর উৎপাদন নিয়ে অভিযোগ করার কিছু নেই — মনে হচ্ছিল যেন পূর্ব বার্লিনে আছি। হা হা হা।

Guardia di Finanza যখন জায়গাটায় হানা দিয়ে সবাইকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নিল, তারা দেখল গোটা গোটা পরিবার কাজে লেগে আছে — প্যাকেজিংয়ে, মজুতে, বাছাইয়ে, গ্রাফিক্সে, ইনভয়েস তৈরিতে। দেখে মনে হচ্ছিল মেইন স্ট্রিটের ওপর বস্টনের কোনো শাখা অফিস।

প্রায় 38 জন গ্রেপ্তার হল, কিন্তু বাজারে আতঙ্ক এড়াতে তদন্তটা কখনও প্রকাশ করা হয়নি: তাতে খদ্দের আর ভোক্তাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়াত, ক্ষতি হত, আর কৌঁসুলি গোটা ব্যাপারটায় সিলমোহর মেরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তবে দুটো জিনিস সত্যিই দাগ কেটেছিল: এক, সংগঠন আর মান নিয়ন্ত্রণ, তার সঙ্গে লজিস্টিকস আর ডেলিভারি; দুই, জেরার পর দলের মেয়েরা জানতে চেয়েছিল, তাদের Gillette Italia-তে কাজে নেওয়া যায় কি না।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জন্মসূত্রে পুলিয়ার মানুষ, একবারও হাসেননি: তিনি বিচলিত ছিলেন — শুধু অপরাধটা আর কোম্পানির ক্ষতির জন্য নয়, এই জন্যও যে মিলানের ইতালীয়-মার্কিন চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি হিসেবে তিনি এইমাত্র সত্যিকারের প্রতিভা আর গুণ চিনে ফেলেছেন — এমন প্রতিভা, যাকে তিনি কোনোদিন বেতনের খাতায় তুলতে পারবেন না।

ফের্দিনান্দো